শবে বরাআত সম্পর্কে নবী দুশমনদের অপপ্রচার ও তার জবাব

প্রশ্ন ঃ দৈনিক সংগ্রাম ৬-১২-১৯৯৭ ইং তারিখে প্রকাশিত বাইতুল মোকাররমের খতীব ওবাইদুল হক সাহেব বলেছেন= "যারা শুধুমাত্র শবে বরাত উপলক্ষে দিনে রোযা রাখে এবং রাতে নফল ইবাদত এবং আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠানাবাদী পালন করে- তারা এটাকে প্রথা বা একটি রসম রেওয়াজে পরিণত করেছে"। এছাড়া তিনি বলেন, "যারা ইসলামকে রসম রিওয়াজ ও প্রথা হিসাবে ব্যবহার করবে, তারা আল্লাহর কাছে কোন প্রকার খায়ের, বরকত হাসেল করতে পারবে না।" খতীব সাহেবের এ ধরনের কথা ঠিক কি না?

জবাব ঃ মোটেই সঠিক নয়- কয়েকটি কারনে। (১) তিনি শবে-বরাতের রোযা ও রাতের নফল ইবাদতকে প্রথা বলেছেন। প্রথা অর্থ লোকাচার বা লোকেরা যা প্রচলন করে। কিন্তু শবে বরাতের রোযা ও রাতের ইবাদত তো লোকাচার নয়- বরং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। সুন্নাতকে লোকাচার বা রুসম রেওয়াজ বলা কুফরী তুল্য এবং নবীর শানে এহানত বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য। একজন আলেম হয়ে তিনি কিভাবে এমন জাহেলী কথা বললেন- ভাবতে অবাক লাগে। (২) তিনি আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠানাদীর কোন ব্যাখ্যা দেননি- তাই তার কথা বাতিল। মুসলমানগণ বুযুর্গানে দ্বীনের প্রবর্তিত নিয়মাবলী পালন করেন মাত্র- মনগড়া কিছু করেন না। এটাকে রুসম রেওয়াজ বলে উড়িয়ে দেয়া ধৃষ্টতার শামিল। বুযুর্গানেদ্বীনের প্রবর্তিত নিয়ম কানুন বা রেওয়ায যদি কোরআন সুন্নাহর আলোকে হয়, তাহলে ডবল সাওয়াব পাবে প্রবর্তক- (হাদীস) (৩) তিনি আরও বলেছেন- "যারা ইসলামকে রসম রিওয়াজ ও প্রথা হিসাবে ব্যবহার করবে, তারা কোন খায়র বরকত পাবেনা। তাঁর এই কথা সম্পূর্ণ মনগড়া। তিনি কি জানেন না- নামাযের পাঞ্জেগানা জামাত, শুক্রবারের জুমা, দুই ইদ ও হজ্ব- সবই তো ইসলামী অনুষ্ঠান। তা হলে তার কথামত সবই ছেড়ে দিতে হবে এবং এগুলোতে কোন খায়র ও বরকত পাবে না। নাউযুবিল্লাহ। বোখারী শরীফে আছে-

اَحَبُّ الْاَعْمَالِ عِنْدَ اللّٰهِ اِدْوَمُهَا وَاَقْوَمُهَا۔

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- যে আমল সদাসর্বদা ও নিয়মিত আদায় করা হয়- উহাই আল্লাহর নিকট প্রিয়তম আমল"। চাই উহা নফলই হোক না কেন।

বুঝা গেল- শবে বরাতের রোযা ও রাতের এবাদত এবং আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠানাদী নিয়মিত আমল করাই আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল। এমন উত্তম আমলকে খতীব সাহেব খয়ের বরকত বিহীন বলে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করছেন ও ওহাবী প্রেমেরই প্রমাণ দিয়েছেন। কোন হককানী আলেম এমন মনগড়া কথা বলতে পারে না। তার উচিত ছিল দলীল দিয়ে কথা বলা।

প্রশ্ন ঃ ১৩/০৩/৯৪ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর একটি মন্তব্য ছাপা হয়েছে এভাবে "পবিত্র শবে-বরাত মানুষের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনেনা। শবে-বরাতের কোনগুরুত্ব নেই। শরিয়তে শবে বরাতের কোন জায়গা নেই।"

-দেরোয়ার হোসাইন সাঈদী ও খতীব ওবাইদুল হকের উক্ত মন্তব্যগুলো বিজ্ঞাপন আকারে ছাপিয়ে ২০০৩ সালের শবে বরাত উপলক্ষে মসজিদে মসজিদে বিতরণকরা হয়েছে। একই বিজ্ঞাপনে সউদী আরবের সরকারী মুফতী আবদূল আযীয আবদুলহ বিন বায এর উক্তি ও ছাপা হয়েছে। সে বলেছে- বর্তমানে প্রচলিত বিদআত সমূহের মধ্যে একটি বিদআত হচ্ছে শবে-বরাত পালন করা এবং এদিনে সিয়ামরত থাকা (সূত্রঃ সাপ্তাহিক আরাফাত ৩১ বর্ষ ৩০ তম সংখ্যা)। তাদের কথার কোন ভিত্তি আছে কি না?

উত্তর ঃ না, তাদের কথার কোন ভিত্তি নেই। আপনারা নিজেরাই তো দেখতে পাচ্ছেন- তাদের কথায় কোন হাদীস বা কোন কিতাবের উল্লেখ নেই। যদি থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই উল্লেখ করতো। সারা পৃথিবীময় শবে-বরাত পালন করা হচ্ছে। এতেই প্রমানিত হয় যে, নিশ্চয়ই শবে-বরাত পালনের মজবুত ভিত্তি রয়েছে। ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকী শরীফের হাদীস সুন্নীবার্তার ৫২ নং বুলেটীনে উল্লেখ

করা হয়েছে পবিত্র শবে বরাত পালন সম্পর্কে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পুনরায় উল্লেখ করছি

(১) ইবনে মাজাহ্ রেওয়ায়াত করেন-

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى عَزَّوَجَلَّ يَنْزِلُ فِيْهَا بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلَا مُسْتَغْفِرٌ فَاَغْفِرَ لَهٗ اَلَا مُبْتَلٰى فَاُعَافِيَهٗ اَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزُقَهٗ اَلَا كَذَا اَلَا كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ رَوَاهُ لِابْنِ مَاجَةَ

অর্থ - হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- "যখন শাবানের মধ্যবর্তী রাত্রির (শবে বরাতের) আগমন হয়- তখন তোমরা ঐ রাত্রিতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করো এবং দিনের বেলায় রোযা রাখো। কেননা, ঐ রাত্রে সূর্যাস্তের সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার আকাশে আপন তাজ্জাল্লী নাযিল করে ঘোষনা করতে থাকেন- কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। কোন রোগগ্রস্থ ব্যক্তি আছে কি? আমি তাকে আরোগ্য দান করবো। কোন রিযিকপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে রিযিক দেবো। অমুখ অমুখ প্রার্থী আছে কি? আমি তার প্রার্থনা কবুল করবো। এভাবে ফজর পর্য্যন্ত ঘোষনা দিতে থাকেন"। (ইবনে মাজাহ্)।

(২) বায়হাকী শরীফের রেওয়ায়াত-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا مَنَادٍ يُنَادِىْ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَ لَهٗ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَاُعْطِيَهٗ فَلَا يَسْاَلُ اَحَدٌ اِلَّا اُعْطِىَ اِلَّا زَانِيَةً بِفَرْجِهَا اَوْ مُشْرِكًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ

অর্থ ঃ হযরত ওসমান ইবনে আবুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- "যখন শাবানের মধ্যরাত্রের (শবে-বরাত) আগমন ঘটে, তখন প্রথম আকাশে একজন ঘোষণাকারী ফিরিস্তা ঘোষণা করতে থাকে- কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? তাকে ক্ষমা করা হবে। কোন কিছুর প্রার্থী আছে কি? তার প্রার্থনা মোতাবেক দেয়া হবে। এমনিভাবে যে কেউ প্রার্থনা করবে, তাকেই দেয়া হবে- কিন্তু যিনাকারী ও মুশরিককে দেয়া হবেনা" (বায়হাকী শরীফ)

উল্লেখ্য যে, ইবনে মাজাহ্ সিহাহ্ সিত্তার একখানা কিতাব এবং বায়হাকী শরীফও নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং শবে-বরাতের উক্ত ফযিলত বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল্লাহ বিন বায ও দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী উক্ত হাদীসকে অস্বীকার করে বলেছে- শবে-বরাত বলতে কিছুই নেই। কতবড় জাহেল হলে এমন কথা বলতে পারে- তা সহজেই অনুমেয়। মনে হয়- তারা ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকী শরীফ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। তারা দাজজাল সমতূল্য। মানুষকে মিথ্যা ধোকা দেয়াই তাদের কাজ।

দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর কথায় হাসি পায়। সে একবার বলে- "পবিত্র শবে বরাত", আবার হলে- "এতে কোন কল্যাণ নেই"। জিজ্ঞাসা করি- যাহা পবিত্র; তাতে তো কল্যাণ থাকারই কথা। তিনি একথা বলছেন- কোন্ কিতাব দেখে? নাকি মনগড়া কিতাব? তিনি পুনরায় বেহায়ার মত বলছেন- "শবে-বরাতের কোন গুরুত্ব নেই", "শরীয়তে শবে-বরাতের কোনজায়গা নেই"। জিজ্ঞাসা করি- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন গুরুত্ব আছে এবং শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শবে-বরাত। তাহলে সাঈদী কি নবী বিরোধী কথা বলেন নি? শরিয়তে যদি শবে বরাতের জায়গা না থাকে; তাহলে কি তার নিজ বাড়ীতে আছে? আসলে এরা কি বলতে কি বলে- তা নিজেরাও জানেনা। নজদী টাকার বিনিময়ে তাদের গান না গাইলে যে কমিশন বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এসব আবোল তাবোল বকাবকি!